আলমডাঙ্গায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ৩টি দোকানের মালামাল পুড়ে ছাই

আলমডাঙ্গা পৌরসভার আনন্দধাম মোড়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তিনটি দোকান পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রথমে আগুন লাগে রথতলা এলাকার মৃত নরেন বিশ্বাসের ছেলে মন্টুর লন্ডি দোকানে। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরও দুটি দোকানে। দোকান দুটি হল হান্নান ডেকোরেশনের এবং অন্যটি রবি ফার্মেসি।

লন্ডি দোকান মালিক মন্টু জানান, “বেলা বারোটার দিকে দোকান বন্ধ করে কিস্তি দিতে বাড়িতে গিয়েছিলাম। একটু পরে দোকানে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় আমার কাছে মোবাইলে খবর আসে আমার দোকানে আগুন লেগেছে। ছুটে এসে দেখি সব পুড়ে ছারখার। প্রায় আড়াই লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এখন আমি পথে বসে গেলাম। একটাও জিনিস অবশিষ্ট নেই।

পাশের দোকানদার হান্নান ডেকোরেশন মালিক হান্নান বলেন, “আমি দুপুরে খাবার খেতে বাড়ি গিয়েছিলাম। দোকানে তালা দিইনি। শুধু সাটার লাগানো ছিল। ফোনে জানতে পারি আগুন লেগেছে। এসে দেখি পাশের দোকানের আগুন আমার দোকানেও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় ২৫ হাজার টাকার ডেকোরেশনের কাপড় ও সিলিং পুড়ে গেছে।

পাশের ওষুধের দোকান মালিক রবি জানান, “আমি তখন বাড়িতে ছিলাম। স্থানীয়রা ফোনে জানায় দোকানে আগুন লেগেছে। দৌড়ে এসে দেখি পাশের লন্ডি দোকান পুরোপুরি পুড়ে গেছে। আমার দোকানের সিলিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিছু ওষুধও হয়তো নষ্ট হয়েছে। আনুমানিক ২০-২৫ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, “আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পানি ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। তবে দোকানগুলোর বেশিরভাগ মালামাল পুড়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, আগুনের সূত্রপাত বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের মধ্যে ঘটনাস্থলে হৃদয়বিদারক

দৃশ্য দেখা গেছে। জীবনের সকল সঞ্চয় হারিয়ে মন্টু এখন দিশেহারা। ক্ষতিগ্রস্ত তিন ব্যবসায়ীই প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

দামুড়হুদায় দিনে-দুপুরে দোকানে চুরি, ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠাল তলায় চাউলের দোকানে প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়েছে চুরির ঘটনা। গত সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে স্থানীয় এক চাউলের দোকানে চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ী মহলে নেমে এসেছে উদ্বেগ ও আতঙ্কের ছায়া।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, ওই সময় দোকান মালিক আজহারুল ইসলাম দুপুরের খাবারের জন্য দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান। ফেরার পর তিনি দেখতে পান, দোকানের টিন কেটে সিটকিনি খুলে ভিতরে প্রবেশ করেছে চোরের দল। তারা ক্যাশে থাকা প্রায় ৯ হাজার ৬শ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

আজহারুল ইসলাম বলেন, “আমি মাত্র কিছু সময়ের জন্য দোকান বন্ধ রেখে বাড়ি গিয়েছিলাম খাবার খেতে। ফিরে এসে দেখি দোকানের টিন কেটে চোর ঢুকে টাকার ক্যাশ লুট করে নিয়ে গেছে। দিনে-দুপুরে এভাবে চুরি হবে, তা ভাবতেও পারিনি।” ঘটনার পরপরই এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় দোকানদাররা জানান, এ ধরনের ঘটনা যদি প্রকাশ্যে দিনে-দুপুরে ঘটে, তবে তাদের ব্যবসা নিয়ে নিরাপত্তাহীনতা আরও বাড়বে। তারা দ্রুত চোরদের গ্রেপ্তার ও এলাকার নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানান।

এ বিষয়ে ডুগডুগি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী দুপুরে টিফিন খেতে আসলে উক্ত চাউলের দোকানের কাছে আসে এবং সেখানে আগে থেকে ৩ জন উপস্থিত ছিলো। তারা তিনজন ওই শিক্ষার্থীদের কে চাউল এর দোকানের কাছে দেখে তাড়িয়ে দেয়। শিক্ষার্থী বলে, ওই তিনজনের মধ্যে একজনের মুখে বড় দাড়ি ছিল, দেখতে কালো ও চিকন মিডিয়াম।

স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলেছে শিক্ষার্থীরা ওই দোকানের কাছে আসলে তাদেরকে কেন তাড়িয়ে দেয়া হলো।

স্থানীয়রা বলেন, মূলত ওই চাউলের দোকানের পেছনে রয়েছে একটি বাগান এবং সে বাগানে নিয়মিত মাদকের আসর চলে, হয়তো সেখানকারই কোন মাদক সেবীরা এই ঘটনা ঘটাতে পারে। তবে শিক্ষার্থী বলেছে তাদেরকে দেখলে সে চিনতে পারবে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (অপারেশন) হিমেল রানা বলেন, এ বিষয়ে এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি, অভিযোগ পেলে তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় মোবাইলের দোকানে চুরি, চোর গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজের সামনে মোবাইল ফোনের দোকানে চুরির ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এসময় চুরি হওয়া মালামালের বেশির ভাগ উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার ভোরের মধ্যে অজ্ঞাতনামা চোরেরা টিনের চাল কেটে মো. ফিরোজ আলীর দোকানে প্রবেশ করে। দোকান থেকে ৮টি মোবাইল ফোন, মনিটর, হার্ডডিস্ক, চার্জার, হেডফোন, ব্যাটারি ও নগদ ১৭ হাজার টাকা সহ প্রায় এক লাখ ২০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

ঘটনার পর আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই নুর ইসলাম অভিযান চালান। গত শনিবার গভীর রাতে এরশাদপুর গ্রাম থেকে মো. ইয়ামিন আলী (২০) কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার বাড়ি এরশাদপুরেই।

পুলিশ তার বাড়ি থেকে চুরি হওয়া মাইক্রোফোন, কম্পিউটার মনিটর, হার্ডডিস্ক, ২৬টি মোবাইল ব্যাটারি, পাঁচটি চার্জার, পাঁচটি হেডফোন, পাঁচটি মোবাইল ফোনসহ চুরির কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম

উদ্ধার করে।

গ্রেপ্তারকৃত ইয়ামিনকে আজ রবিবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে একটি বাঁশের ঠেকায় শতাব্দী প্রাচীন খগেন বাবুর দোকান

মেহেরপুর জেলা শহরের বড় বাজারের চাঁদনি মার্কেটে দাঁড়িয়ে আছে এক শতাব্দী প্রাচীন একটি দোকান। নামের চেয়ে তার পরিচয় যেন আরও বড়-কারণ এই দোকান শুধু কেনা-বেচার স্থান নয়, বরং এটি সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা এক টুকরো ইতিহাস। ১৯১১ সালে শুরু, এখনো বহাল তবিয়তে বংশ পরম্পরা দোকানটি টিকে আছে সুনামের সাথে।

এই দোকানের সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হলো একটি বাঁশ, যা প্রতিষ্ঠার সময় দোকানের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঠেকা দিয়ে বসানো হয়েছিল কিছু সামগ্রি দৃশ্যমান করতে। এই বাঁশে ঝুলিয়ে রাখা হতো নানা রকম পণ্য ঝুড়ি, প্যাকেট, ওষুধ, থলে ইত্যাদি। শত বছর পার হয়ে গেলেও বাঁশটি আজও মজবুত, অক্ষত এবং ব্যবহৃত।

এই বাঁশটি এখন কেবল একটি কাঠামো নয়, বরং পরিবারের ঐতিহ্যের প্রতীক। স্থানীয় অনেকেই বলেন, “দোকানটা দেখে বোঝা যায় সময় কত বদলেছে, কিন্তু এই বাঁশ যেন আজও ১৯১১ তেই আছে!”

এই একটি বাঁশ মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাস কেবল পাথরে লেখা থাকে না, কখনও কখনও তা ঠাঁই নেই কাঠ, বাঁশ কিম্বা মানুষের হাতে গড়া কোন জায়গায়। মেহেরপুরের এই দোকান ঠিক তেমনই যেখানে বাঁশের ভিতর গাঁথা আছে শত বছরের গর্ব, শ্রম, আর উত্তরাধিকারের গল্প। জেলার কবিরাজির সাথে জড়িতদের এই প্রতিষ্ঠানই একমাত্র ভরসা। এখানেই পাওয়া যায় ভেষজ সামগ্রি।

এই দোকানটির শুরু হয়েছিল ১৯১১ সালে, নিবারণ চন্দ্র চন্দ্র নামের

এক ব্যবসায়ীর হাতে। ভেষজ (বানিয়াতি) ওষুধ, দশকর্মা আর মুদি মালামাল বিক্রির মাধ্যমে। তিনি এলাকাবাসীর আস্থা অর্জন করেন অল্প সময়েই। তাঁর মৃত্যুর পর দুই পুত্র খগেন্দ্র নাথ চন্দ্র ও কমল চন্দ্র চন্দ্র ব্যবসা পরিচালনা শুরু করেন।

ওই দুই ভাইয়ের মৃত্যুর পর খগেন চন্দ্রর ছেলে প্রদীপ চন্দ্র ও কমল চন্দ্রর ছেলে সাধন চন্দ্র‘র মধ্যে দোকান ভাগ হয় শুধু কাঠামো, ঐতিহ্য নয়। দুইটি দোকানই আজও সমান সম্মানে টিকে আছে। বাঁশটি প্রসঙ্গে প্রদীপ চন্দ্র বলেন- এই বাঁশ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের খুঁজে পায়।

মেহেরপুরে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্বর্ণের দোকান বন্ধ ঘোষণা

বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মো. রিপুনুল হাসানকে ‘মিথ্যা ও হয়রানিমূলক’ মামলায় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলার সকল স্বর্ণের দোকান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলার জুয়েলার্স সমিতি।

বৃহস্পতিবার (২৯ মে) সকাল থেকেই মেহেরপুর শহর ও উপজেলার সকল জুয়েলারি দোকান বন্ধ রয়েছে। এতে ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা পড়েছেন চরম ভোগান্তিতে।

জেলা জুয়েলার্স সমিতির নেতারা জানিয়েছেন, তারা এই গ্রেপ্তারের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছেন এবং অবিলম্বে মো. রিপুনুল হাসানের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছেন। একইসঙ্গে তারা সকল হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

মেহেরপুর জেলা জুয়েলার্স সমিতির সভাপতি কিশোর পাত্র বলেন, “যাচাই-বাছাই না করেই দেশের স্বর্ণ ব্যবসার নেতৃত্বে থাকা একজন সম্মানিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে ব্যবসায়িক পরিবেশ নষ্ট

করা হচ্ছে। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই।”

কর্মসূচি সম্পর্কে জেলা জুয়েলার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন বলেন, “আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা দোকান খুলছি না। প্রয়োজনে সারা দেশে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।”

স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা বলছেন, এই ঘটনার ফলে সাধারণ ব্যবসায়ীরাও আতঙ্কে রয়েছেন। ক্রেতারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, কারণ অনেকেই আগেই অর্ডার দেওয়া গহনা বুঝে পাচ্ছেন না।

এদিকে, জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিষয়টি সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিন।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দোকান বন্ধ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। তবে যদি দীর্ঘমেয়াদি বন্ধ অব্যাহত থাকে, তা হলে স্বর্ণ ব্যবসা ও সাধারণ গ্রাহকের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কোটচাঁদপুরে চালের দোকানে অভিযান, জরিমানা আদায়

কোটচাঁদপুরে চালের দোকানে অভিযান চালিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। সোমবার দুপুরে স্থানীয় চাল বাজারে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে দুই ব্যবসায়ীকে মোট ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা যায়, পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার না করায় কোটচাঁদপুর চাল বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কাজী আনিসুল ইসলাম।

এ সময় চাল ব্যবসায়ী শংকর কুমার সাহাকে ১০ হাজার টাকা এবং সরজিত কুমার ঘোষকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, যা সর্বমোট ২৫

হাজার টাকা।

অভিযানকালে জেলা সহকারী পাট কর্মকর্তা, উপজেলা পাট কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় দোকানীকে হাত-পা বেধে দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় জমি কেন্দ্রিক পূর্বশত্রুতার জের ধরে গভীর রাতে দোকান ব্যবসায়ীর হাত-পা বেধে দোকান ঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

আজ রোববার দিবাগত রাত ২ টার দিকে পৌর এলাকার রেল ফোকট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দোকান ঘর মালিক মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযুক্তরা হলেন- গোবিন্দপুর নতুন বাস স্ট্যান্ড এলাকার মৃত মফিজ উদ্দীনের ছেলে মুকুল হাজী (৫২), আবু বক্করের ছেলে ওসমান আলী (৩৮), মহি উদ্দীন (৫৫), মকবুল হোসেন (৫০) বন্ডবিল এলাকার মৃত আইনুদ্দিনের ছেলে কুদ্দুস আলী (৫০) সহ আরো তিন জনের নাম উল্লেখ করেছেন।

জানাগেছে, পৌর এলাকার স্টেশন পাড়ার মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল গত ১০ বছর আগে বাস রেল ফোকট সংলগ্নে ২০১০ সালে ১২ শতক জমি ক্রয় করেন। এ জমি ক্রয় করেন মৃত সদর উদ্দীন গং, রাবেয়া খাতুন ও মকবুল হোসেনের নিকট। ওই জমিতে দুটি পাঁকা দোকানও নির্মাণ করেছেন। এছাড়া একটি বাঁশ টিনে নির্মিত মোটরসাইকেল গ্যারেজ রয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, মানোয়ারুল প্রতিদিনের ন্যায় রোববার রাত ১০ টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়। আমার দোকানের মধ্যে পাশের দোকানদার লিটন রাতে অবস্থান করে। তার হাত-পা বেধে দোকান ভাঙচুর করে। এছাড়া দোকানে থাকা বিভিন্ন মালামাল লুটপাট

করে নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী লিটন জানান, রাত আনুমানিক ৩ টার দিকে কয়েকজন এসে রামদা ও হাসুয়া ধরে আমার হাত-পা বেধে ফেলে। পরে আমার মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় এবং চিৎকার করতে নিষেধ করে। এসময় দোকান ভাংচুর করে দোকানে থাকা বিভিন্ন মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।

দোকান মালিক মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল বলেন, ঘটনার রাতে মাছ চাষের পুকুরে পানি দেওয়া শেষে বাড়ি ফিরছিল গোবিন্দপুর গ্রামের সজিব। সে লিটনের হাত-পা বাধা দেখে ওই রাতে ফোন দিলে আমি দ্রুত ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করি। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গণি মিয়া জানান, দোকান ভাঙচুরের ঘটনা আমার পর্যন্ত আসেনি। অভিযোগ দিলে তদন্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুটি দোকানে জরিমানা

আইন বহির্ভূতভাবে বোতলজাত সয়াবিন তেলের মুল্য কালি দিয়ে মুছে অধিক মুল্যে বিক্রয় ও অপর দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও মুল্য বিহীন পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে দুটি দোকানে ১৮ হাজার জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পরিচালিত ভ্রাম্যমান অভিযান।

আজ মঙ্গলবার (২২শে নভেম্বর) দুপুরের দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ মেহেরপুর শহরের বড়বাজার এলাকায় মেসার্স নবাব স্টোর ও মেসার্স গনি স্টোরে এই ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়।

এসময় জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ তারিকুল ইসলাম ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম তাকে সহযোগীতা করেন।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা

কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, শহরের মেসার্স নবাব স্টোরে আইন বহির্ভূতভাবে বোতলজাত সয়াবিন তেলের গায়ের মুল্য কালো কালি দিয়ে মুছে অধিক মুল্যে বিক্রয়ের প্রমাণ পাওয়া ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য পাওয়ায় মালিক মো: নবাব আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৭ও ৫১ ধারায় ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণ ও মেয়াদ মুল্য বিহীন পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে মেসার্স গনি স্টোরকে একই আইনের ৩৭ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় দোকান দুটি থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ বেশ কিছু পণ্য জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে।

একই সময় শহরের বেশ কিছু দোকানে সচেতনতামুলক প্রচারনার অংশ হিসেব ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়, পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গা পশুহাটে সড়ক নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে দোকানপাট উচ্ছেদ

আলমডাঙ্গার পশুহাটের সড়ক যোগাযোগ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে অবৈধ নির্মিত দোকান উচ্ছেদ করেছে পৌর প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুরের নেতৃত্বে এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

তবে, উপজেলা প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযানকে অযৌক্তিক দাবি করেন স্থানীয় ভুক্তভোগী দোকান মালিকেরা। প্রভাবশালীদের স্থাপনা উচ্ছেদ না করে গবির-দুস্তদের উপর নির্মম অত্যাচার করছে।

স্থানীয়রা জানান, গত ৩ মাস পূর্বে আলমডাঙ্গা পৌর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ফুটপাথ দখল মুক্ত ও অবৈধ দখলদারি দুরীকরণে লক্ষ্যে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন পৌর প্রশাসন। গত কয়েক দিনের এ

অভিযান অতর্কিত ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আবারো পূণরায় শুরু হয় দখল।

আলমডাঙ্গা পৌর শহরের প্রধান সড়কের দুই পাশের ড্রেনের ফুটপথ গুলো ব্যবসায়ীদের কবলে। এতে সাধারণ মানুষ ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয় রাস্তার পাশ দিয়ে। অনেক সময় দুর্ঘটনার শিকার হয় সাধারণ পথচারীরা। তবুও পৌর প্রশাসন নিরব ভূমিকা পালন করে আসছে।

গত ৩ মাস পূর্বে পৌর প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অবৈধ নির্মিত দোকান সরিয়ে নেবার নোটিশ প্রদান করে। নোটিশ প্রদানের তিনমাস পার হলেও দোকান গুলো আবারো প্রসারিত হয়েছে। প্রশাসনের নজর দারির অভাবে বিতর্কিত হচ্ছে উচ্ছেদ অভিযান, ভোগান্তিতে পড়ছে নিম্নআয়ের মানুষ।

এদিকে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আলমডাঙ্গা পৌর পশুহাটের যান চলাচল নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সাপ্তাহিক পশু হাটের দিন তিব্র জানজট মুক্ত করতেই এমন উদ্যোগ করে পৌর প্রশাসন। তবে, এসব দোকান-পাট উচ্ছেদ কি জানজট নিরসন করবে নাকি প্রভাবশালীদের ব্যবসায়ীক দুয়ার উন্মোচন হবে।

অবৈধভাবে নির্মিত দোকান মালিকেরা জানান, আমাদের ঘর-বাড়ি নাই। দোকানের মধ্যেই বসবাস করি এবং এখানেই চা-পান সিগারেট বিক্রি করে পেট চালায়।

এদিকে আরো অনেকে জানান, পৌর শহরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবৈধ ভাবে দোকান নির্মাণ করে ব্যবসা পরিচালনা করছে। তাদের প্রতিবাদের জন্য মুখফিরিয়ে নিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু আমাদের মত অসহায় মানুষের সুযোগ নিয়ে উপার্জনের ক্ষমতা টুকু নস্ট করে দিলো।

উচ্ছেদ অভিযান উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর জানান, সাপ্তাহিক পশু হাটের কারণে তিব্র জানজটে ভোগান্তিতে পড়তে হ সাধারণ মানুষ। পৌর শহরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদের মাধ্যমে জনবান্ধব হিসাবে এ পৌর নগরীকে গড়ে তোলার কাজ চলমান রয়েছে।

গাংনীতে ভয়াবহ অগ্নীকান্ডে ৫টি দোকান ভষ্মিভুত

মেহেরপুরের গাংনী পৌর শহর বাসস্টান্ডে ৫টি দোকানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্ততঃ অর্ধ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন দোকান মালিকেরা। কি কারণে এ অগ্নীকান্ডের সুত্রপাত তা অনুসন্ধান করছেন ফায়ার সার্ভিস।
প্রত্যাক্ষদর্শীরা জানায়, রবিবার বেলা সাড়ে ১১টায় সোহাগ বস্ত্রালয় নামের একটি লেপ তোশকের গুদামে আগুনের সুত্রপাত ঘটে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে পাশের আকমল স্টোর, মনিরুল বস্ত্রালয়, জিয়া বেডিং ও ঢাকা বেডিংসহ কয়েকটি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে। সংবাদ পেয়ে গাংনী ও মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘন্টা ব্যাপি চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপশি গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের ও পৌর ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা আগুন নেভাতে কাজ করেন। আগুনের তাপে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। ততোক্ষণে পাচঁটি দোকানের মালামাল পুড়ে যায়।
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত আকমল স্টোরের মালিক আকমল হোসেন জানান, পাঁচটি দোকান মিলে অর্ধকোটি টাকার মালামাল পড়ে ভষ্মিভুত হয়েছে। এতে কয়েকজন দোকান মালিক একেবারে পথে বসে গেছে।
মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএখালেক, পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম, শাহনেওয়াজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন । এসময় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে সহযোগীতার আশ্বাস দেন।
মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক শরিফুল হাসান ভুইয়া বলেন, ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘন্টাব্যাপি চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হয়। এখন পর্যন্ত আগুন লাগার বিষয়ে তেমন কোন উৎস খুজে পাওয়া যায়নি। তবে বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।